R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2003

মার্বেল সেণ্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ,
প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও
SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ ৩৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২২শে মাঘ, বুধবার, ১৪০৯ সাল। ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

শিশু শিক্ষার নামে কেন্দ্রগুলোতে রাজনীতির সহজপাঠ নিতেই ব্যস্ত সহায়িকারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পেঁাছে দেবার অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির জন্ম। যে সব এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই কিংবা নদী, খাল, বিল প্রভৃতি প্রাকৃতিক বাধায় শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে অসুবিধা হচ্ছে, সেই সব এলাকায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলো স্থাপিত হয় আজ থেকে দু' বছর আগে। পর্যায়ক্রমে আজও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র খোলার কাজ চলছে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে। মুর্শিদাবাদে শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ১০৩০ এবং কেন্দ্রগুলোর সহায়িকা অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ৩০৯০ জন। গড়ে প্রতি কেন্দ্রে তিন জন করে সহায়িকা নিযুক্ত আছেন। হিসাবে দেখা গেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। নূতন করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কোনো প্রচেষ্টা সরকারের আর নেই। কারণ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে (শেষ পৃষ্ঠায়)

সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির নাম বি পি এল তালিকায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশিস ব্যানার্জীর নাম বি পি এল তালিকায় থাকা নিয়ে এলাকায় সমালোচনার ঝড় ওঠে। জানা যায় আগের কংগ্রেস বোর্ডে মাটির বাড়ী ও পারিবারিক পরিকাঠামোর ভিত্তিতে আশিস ব্যানার্জীর নাম বি পি এল তালিকায় স্থান পায়। কিন্তু বর্তমানে সাগরদীঘি বিডিও অফিসে একদল কর্মী গ্রামে না গিয়ে বা প্রার্থীদের বাড়ী ঘর না দেখে অফিসে বসেই বি পি এল তালিকা প্রস্তুত করেন এবং সি পি এমের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার ষড়যন্ত্রে পুরোনো তালিকা থেকে আশিস ব্যানার্জীর নামটাও বর্তমান তালিকায় রেখে দেন। এ ব্যাপারে আশিস বাবু বিডিওর কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েও নাকি বি পি এল তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দিতে ব্যর্থ হন। এই অভিযোগ আনেন সি পি এম নেতা মোহন চ্যাটার্জী। বিডিও অফিসের বাস্তুঘুঘুদের বিরুদ্ধে তাঁরা ডেপুটেশন দেবেন বলেও জানান।

জঙ্গিপুর হাসপাতালের দুই ডাক্তার স্বেচ্ছাবসর নেয়ায় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালের দুই গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসক ডাঃ সোমেশ ব্যানার্জী ও ডাঃ মনোরঞ্জন চৌধুরী গত জানুয়ারী '০৩ থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়েছেন। গত সপ্তাহে স্বাস্থ্য মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র জঙ্গিপুর হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে এ প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে ঐ দুই ডাক্তার কিভাবে সরকারী টাকা পয়সা পান সে নিয়ে কড়া মন্তব্য করেন। মন্ত্রীর বক্তব্য, 'ঐ দুই ডাক্তার জঙ্গিপুরের মাটির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হয়ে বা হাসপাতালের দৌলতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা পেয়ে আজ তাঁরা দেশের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। ব্যক্তিগত সুবিধেটাই তাদের কাছে বড় হয়ে গেল। ডাক্তারদের একটা 'এথিক্স' আছে। তাই স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে যাতে তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বার না হয়ে আসে সে ব্যাপারে আমি (শেষ পৃষ্ঠায়)

মন্ত্রীর কথাই প্রোজেক্টের আটজন সুইপারকে বাদ দেয়া হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালকে পরিচ্ছন্ন রাখতে ও শৃঙ্খলা বজায়ের প্রয়োজনে মুর্শিদাবাদ হেলথ প্রোজেক্ট থেকে অতিরিক্ত সুইপার ও নাইটগার্ড এখানে নিয়োগ করা হয়। গত দু' বছর ধরে হাসপাতালের ভিতর ও বাইরে সাফায়ের কাজ প্রোজেক্টের নিযুক্ত আটজন সুইপার করে আসছেন বলে খবর। এর জন্য মাসে চব্বিশ হাজার টাকা প্রোজেক্টকে গুনতে হয়। গত সপ্তাহে হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে স্বাস্থ্য মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র এই বাড়তি লোক নিয়োগে আপত্তি তোলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সি এম ও এইচ-এর নির্দেশে প্রোজেক্ট অফিসার গত ১ ফেব্রুয়ারী থেকে তাঁদের নিযুক্ত সুইপার জঙ্গিপুর হাসপাতালে বাদ দিয়ে দেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

আমলাদের অবহেলায় জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্প মার খাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিসে বেশ কিছুদিন থেকে পাঁচশো টাকার বেশী কিষান বিকাশ পত্রের সার্টিফকেট নাই। এর সঙ্গে অমিল মান্থলি ইনকাম স্কীম ও রেকারিং ডিপোজিট বই। এর ফলে বহু মানুষ পকেটে টাকা নিয়ে বিভিন্ন ডাকঘরে ঘুরে হয়রান হচ্ছেন। অন্যদিকে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের শতাধিক এজেন্টের রুজিরোজগারও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টার বহরমপুরে সুপারিনটেনডেন্ট অফিসে একাধিকবার চিঠি দিয়েও কিছু করতে পারেননি বলে হতাশা প্রকাশ করেন। তাঁর অফিসের কমপ্লেন বুকে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানাতেও অনুরোধ করেন। একদিকে প্রচার মাধ্যমে জাতীয় সঞ্চয় (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে মাঘ বুধবার, ১৪০৯ সাল।

॥ আচরণবিধি ও শিক্ষক ॥

শিক্ষকেরা সমাজে সব সময়ই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তিনি যে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হউন না কেন—মহা-বিদ্যালয় বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় অথবা প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিক্ষাদান তাঁহাদের পবিত্র দায়িত্ব, নৈতিক দায়িত্বও বটে। মানুষ গড়িবার দায়িত্বে তাঁহারা সমাসীন। তাঁহারা সমাজেরই মানুষ। সমাজের প্রতি তাঁহাদের যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি আছে শিক্ষকতার দায়বদ্ধতা। তাহা বোধ করি, কোন শিক্ষকের পক্ষে অস্বীকার করিবার জো নাই। তাঁহারা শুধু শিক্ষকই নহেন, তাঁহারা আপন আপন সন্তান সন্ততির কেহ পিতা আবার কেহ অভিভাবক। বৃত্তিতে শিক্ষক হইলেও অভিভাবক হিসাবে তাঁহাদের কিছু কিছু নৈতিক ও সামাজিক ইতি কর্ত্তব্য রহিয়াছে। কোন অভিভাবক-শিক্ষকের সন্তান এমন বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে যেখানে নিযুক্ত শিক্ষক মহাশয় তাঁহার যথা নির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করেন না, বিদ্যালয়ে আগত ছাত্র ছাত্রীদের পাঠদানে বিশেষ গা দেন না, তাহা হইলে এই আচরণকে সেই অভিভাবক-শিক্ষক কী ভাবে গ্রহণ করিবেন? প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠিতে পারে।

সম্প্রতি রাজ্য সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়গণের উপর কিছু আচরণবিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের কাজে ফাঁকি দিয়া গৃহশিক্ষকতা, নিজ নামে কোন ব্যবসা বাণিজ্য, কোন সংস্থার এজেন্সী কাজ চালনা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। শিক্ষকেরা গাছেরও খাইবেন আবার তলারও কুড়াইবেন—ইহা চলা সমীচীন নহে, সকলেই স্বীকার করিবেন।

শিক্ষকের কাজ শিক্ষকতা। বিদ্যালয়ে আপন বৃত্তির উপর তন্নিষ্ঠ থাকা বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। ইহার ব্যতিক্রম বা ব্যত্যয় ঘটানো মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে। শিক্ষকের পেশা অন্য আর পাঁচটি পেশা হইতে স্বতন্ত্র। তাই সমাজে তাঁহাদের সম্মান এবং মর্য্যাদাও অন্যদের অপেক্ষা অনেক অনেক বেশি। কর্ম সংস্কৃতি বলিয়া একটা কথা আছে, রীতি আছে। শিক্ষকের কাজ প্রচলিত কর্ম সংস্কৃতির উর্দ্ধে। শিক্ষক—যিনি সমাজে মানুষ তৈরী করিবেন, সে দায়িত্ব বৃত্তি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়ে। বিদ্যালয়ে দেরিতে আসিবেন, আবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বিদ্যালয় ত্যাগ করিবেন, বিদ্যালয়ে যতক্ষণ থাকিবেন ততক্ষণ হয় ভাত ঘুমে, নয় রসালাপে সময় অতিবাহিত করিবেন—ইহা কি সঙ্গত? শিক্ষক মহাশয়েরা কি বলেন? শিক্ষকের এই আদর্শচ্যুতি নৈতিকতা বিরোধী সন্দেহ নাই। সরকারী নির্দ্দেশে জানান হইয়াছে—কোন শিক্ষক যদি তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট আচরণ বিধিকে অমান্য করিয়া চলেন অথবা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখান তাহা হইলে তাঁহার শাস্তি হইবে। সে শাস্তি হইল—কর্মস্থানের পরিবর্ত্তন, সাময়িক অথবা স্থায়ী ভাবে কর্ম হইতে বরখাস্ত। শাস্তি খুব কম হইলে তাহা হইবে তাঁহার মাস মাহিনা বন্ধ। কিন্তু আশ্চর্য্য লাগে—যে সব শিক্ষক পার্টি করেন, রাজনীতি করেন তাঁহারা আচরণ বিধি হইতে ছাড় পাইয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেকের প্রশ্ন—শিক্ষকের আচরণ বিধিতে এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁহারা দাঁড়াইতে পারেন নিজেদের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া নয়—এমন কথাও বলা হইয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। দুধ এবং তামাক এক সঙ্গে খাওয়া চলে কি?

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জঙ্গিপুর স্কুলের ১২৫ বর্ষ পূর্তি উৎসব প্রসঙ্গে

মহাশয়, জঙ্গিপুর সংবাদ এর গত ২৫ ডিসেম্বর '২০০২ এবং ১ জানুয়ারী '২০০৩ প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে জানাই জঙ্গিপুর বিদ্যালয়ের ১২৫ বৎসর পূর্তি উৎসবের উদ্বোধন করতে এসে শিক্ষা মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস জনগণের উপস্থিতি নিয়ে প্রকাশ্যে সমালোচনা করাতে বেসামাল হন উৎসব কমিটির সভাপতি। আর সম্পাদক নিজের অক্ষমতা আড়াল করতে সোজাসুজি স্থানীয় অভিভাবকদের দায়ী করেন। অভিভাবকদের শিক্ষা সচেতনাকে, আর দায়ী করেছেন শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতাকে। অভিভাবক শিক্ষক সম্পর্ক গড়ে তোলার নিজ দায় অস্বীকার করে বলেছেন অভিভাবকরা আসেন ছাত্র-ভর্ত্তি বা ফেল করার পরে। আমার জিজ্ঞাস্য, স্কুল নির্বাচনের সময় ভোটের জন্য কি ঐ সমস্ত শিক্ষা অসচেতকদের কাছে তাদের যেতে হয় না? অবশ্য আজকাল এই নির্বাচনের ব্যাপারটা ভিন্ন ধরনের। মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় বিদ্যালয় গেটে কিছু তথাকথিত মস্তান দাঁড় করিয়ে কোন শিক্ষা দরদীকে স্কুলে ঢুকতে দেয়া হয় না। তাই অভিভাবকদের এইভাবে অপমান করার স্পর্ধা দেখাতে সাহস করেন। উৎসবের চাঁদার পয়সায় তো দু' তিন রকম আমন্ত্রণ পত্র ছাপান হয়েছিল। এবং তা সুষ্ঠু বন্টনের জন্য বেশ কয়েকজনকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা ঠিক ভাবে উপযুক্তদের চিঠিগুলো দিয়েছেন কিনা সেটা কি উৎসবের শেষে খোঁজ নিয়েছেন? যে অভিভাবকদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়েছেন তাদের কি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন? না খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেছেন। উৎসবের অঙ্গ হিসেবে বিদ্যালয় গৃহ রং এবং মেরামত করার যে পরিকল্পনা তা কি সঠিক হয়েছে? সকলেই জানেন—বিদ্যালয় সংলগ্ন হিন্দু ছাত্রাবাস লালগোলার মহারাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের দান। অথচ আংশিক বিদ্যালয়ে রং বুলাতে গিয়ে তাঁর 'স্মারক' তুলে দেয়া হলো। এটা আপনারা কোন্ রুচির পরিচয় দিলেন। অথচ অন্য স্থানে স্মারক বসিয়ে নিজেদের নাম উজ্জ্বল করে কাকে অপমান করেছেন? কি বলবেন ব্যাক্তি-মালিকানার উচ্ছেদ আর গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা? আপনারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য যাদের মনোনীত করেছিলেন তাদের থেকে কি উপযুক্ত শিল্পী জাঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জে ছিল না? মুখে কাগজ চেপে বার বার ভুলে যাওয়া আবৃত্তি, "খেই" হারিয়ে গান গাওয়া শিল্পীদের আমদানী করে আপনারা যে বাহবার কাজ করেছেন তার থেকেও আপনারা ধন্যবাদার্হ যে জঙ্গিপুরের নাট্য ব্যক্তিত্বকে সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছেন। অথচ আপনারা কি জানতেন না—জঙ্গিপুর বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী বরুণ রায় বা কালীপদ ত্রিবেদী এখনও বেঁচে আছেন। তাঁদের সম্বর্দ্ধনা জানালে হয়তো শহরের কিছু ভদ্র, শিক্ষিত মানুষ অনুষ্ঠানমুখী হতেন। উৎসবের মর্যাদাও বাড়তো। জীবিত থাকা জঙ্গিপুর বিদ্যালয়ের একমাত্র প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে সম্বর্দ্ধনা জানালে কি উৎসবের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হতো? কিন্তু সম্বর্দ্ধনা দূরের কথা তাঁকে আমন্ত্রণপত্র পর্যন্ত দেয়া হয়নি। আমন্ত্রণ পাননি প্রাক্তন শিক্ষক হিসাবে প্রেমকান্ত বাইদ্যা, আলিবর্দি খাঁ, সত্যরঞ্জন সরকার, অরুণ দাস, সেখ ফাইজুদ্দিন এ রকম অনেকে। আপনারা ডেকোরেটারদের সঙ্গেও নগ্ন পক্ষপাতিত্ব করেছেন। এলাকার সবাইকে টেন্ডার দিতে প্রলুব্ধ করে নিজেদের পছন্দমতো লোককে কাজ দেন। জঙ্গিপুর বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক প্রয়াত কবি-সাহিত্যিক (৩য় পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর কলেজের ক্যাশিয়ার এস এফ আই সমর্থকদের হাতে নিগৃহীত

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজের ক্যাশিয়ার কাঞ্চন ব্যানার্জী গত ২৯ জানুয়ারী তাঁর দুরব্যবহারের জন্য একদল এস এফ আই সমর্থকের হাতে লাঞ্ছিত হন। এই প্রসঙ্গে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সঙ্গে কয়েকজন অফিস কর্মীর দুরব্যবহারের অভিযোগ আনেন একদল ছাত্র। নিজেদের আচরণ সংশোধন করতে না পারলে যে কোন দিন আরো কেউ নিগৃহীত হতে পারেন বলে ক্ষুব্ধ ছাত্ররা জানান। এই ঘটনায় মাঝ পথে কলেজ বন্ধ হয়ে যায়।

দুই চোলাই মদ বিক্রেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম বটতলা বাসষ্ট্যান্ডে গত ৯ জানুয়ারী জীবন রাজমল্ল ও গঙ্গা রাজমল্ল নামে দুই চোলাই মদ বিক্রেতা প্রচুর মদ নিয়ে বসে উঠছিল। সেখানে সাদা পোষাকের পুলিশ মদসহ তাদের ধরে ফেলে।

জঙ্গিপুর স্কুলের ১২৫ বর্ষ পূর্তি উৎসব প্রসঙ্গে (২য় পৃষ্ঠার পর)

সত্যেন্দ্রনাথ বড়ালের একটি অপ্রকাশিত রচনা তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল স্মারকগ্রন্থে প্রকাশের জন্য। কিন্তু আপনারা তা অযোগ্য বলে ফেরৎ দিয়েছেন। কি উচ্চমানের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ পাবে সেটাই এখন দেখার। পরিশেষে জানাই—আপনারা উৎসব কমিটির নামে জনসাধারণের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেছেন। যার কোন হিসাব এখনও জনসমক্ষে আনেননি। এ ব্যাপারে সত্বর সচেষ্ট হবেন আশাকরি।

বিনীত—
পশুপতি চক্রবর্ত্তী
জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির প্রাক্তন সদস্য

এন টি পি সির ১৯৭ জন কর্মী পুরস্কৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৯ জানুয়ারী ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে ঐ কেন্দ্রের ১৯৭ জন কর্মী যারা ২০০২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত তাঁদের কর্ম জীবনের পনের বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে অতিবাহিত করেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে একটি রৌপ্য নির্মিত ফলক এবং সার্টিফিকেট দিয়ে সম্মানিত করা হয়। কে. কে. সিন্‌হা, ডিরেক্টার (এইচ, আর), বাল্মীকি প্রসাদ, কার্য-নির্বাহী ডিরেক্টার (ই, আর), আর. টি. স্বামী, জেনারেল ম্যানেজার কহলগাঁও এবং ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার এস. বি. আগরওয়াল তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। আনুষ্ঠানিক প্রদীপ প্রজ্বলন এবং শ্রীআগরওয়ালের স্বাগত ভাষণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনার পর শ্রীস্বামী, শ্রীপ্রসাদ এবং শ্রীসিন্‌হার ভাষণ ছাড়াও কর্মী সংস্থার পদাধিকারীরা কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। ফারাক্কার অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার (ও এন্ড এম) পি. কে. আগরওয়াল অনুষ্ঠান শেষে ভোট অফ থ্যাঙ্কস্ জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও এনটিপিসির কর্মীদের দ্বারা প্রযোজিত 'সকলের জন্য তাপ বিদ্যুৎ ২০১২-র লক্ষ্য' এই শিরোনামে একটি একাঙ্কিত ৩ খানি সি. ডি. ক্যাসেট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন শ্রীসিন্‌হা।

প্রবীণ কংগ্রেস কর্মীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মিঠিপুর গ্রামের প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী ভূপতিভূষণ সিংহরায় গত ৩০ জানুয়ারী পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭। সত্তরের দশকে ভূপতিবাবু দীর্ঘদিন রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক কংগ্রেস ও ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন।

National Thermal Power Corporation Limited
(A Government of India Enterprise)
Farakka Super Thermal Power Station
NOTICE INVITING TENDERS
(Domestic Competitive Bidding)

NIT No. T-01:8471 Dated :

NTPC invited sealed tenders from eligible bidders for following works :

Sl No.	Packege No.	Scope of work	Last date of receipt of request for issue of tender documents.
01	01/8471	Rate contract for Civil maintenance work of FHC/VIP Guest House/ TTS/TTB area at NTPC-Farakka.	22. 02. 2003

Qualifying requirement, provision on Purchase preference, if any, and other conditions are elaborated in detailed NIT.
For detailed NIT, please visit at www. ntpc tender. com or www. ntpc. co. in or www. ntpcindia. com or may contact Sr. Manager (CS) on Fax No.≠03512-26085/Ph. No. 03512-26221.
The detailed NIT may also be available at www.tendernotices.net or www.tendercircle.com or www.all-tender.com or www.leema.org or www.tenderhome.com
(Bidders are advised to regularly visit NTPC's WEB sites for Tender Notices).
ADDRESS FOR COMMUNICATION :
Sr. Manager (Contracts)
National Thermal Power Corporation Ltd.
Farakka Super Thermal Power Station.
P.O. Nabarun, PIN. 742 236, Dist. Murshidabad, West Bengal (INDIA)

প্রজাতন্ত্র দিবস ও গান্ধীজীর তিরোধান দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৬ জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক পুনিত যাদব তাঁর অফিস প্রাঙ্গণে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পতাকা উত্তোলন ও কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করেন। ৩০ জানুয়ারী গান্ধীজীর তিরোধান দিবসে মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে সর্বধর্ম সভায় বেদ পাঠ করেন মনোজ চ্যাটার্জী, জৈন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করেন কমল জৈন ও কোরাণ পাঠ করেন মহঃ সফিউজ্জামান। অনুষ্ঠানে রামধুন সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুতপা ঘোষ ও সম্প্রদায়।

তল্লাসী চালিয়ে ১৫০ জন সমাজবিরোধীকে গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি পর পর দু' রাত্রি জঙ্গিপুর মহকুমার থানাগুলোতে এক সাথে তল্লাসী চালিয়ে ১৫০ জন সমাজবিরোধীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে ৫৫ জন ওয়ারেন্ট আসামী ও ৮ জন কুখ্যাত ডাকাত আছে বলে জানা যায়।

জঙ্গিপুর কলেজে আবার কি এস এফ আই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ৩০টি আসনের মধ্যে ৫ ফেব্রুয়ারী নমিনেশন পেপার উইথড্রয়ালের দিন পর্যন্ত ৩০টি নমিনেশন পেপারই জমা পড়ে বলে খবর। তাই অনেকেই অনুমান করছেন এস এফ আই পুনরায় ছাত্র সংসদে ফিরে আসছে।

সর্ট সার্কিট হয়ে বিড়ি কোম্পানীতে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অরঙ্গাবাদের প্রাচীন বিড়ি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ লিঃ এর মিঞাপুর ব্রাঞ্চে গত ৩০ জানুয়ারী বিকেলে আগুন লেগে যায়। গোডাউনের বাইরে স্তূপীকৃত প্রায় ৮১ লক্ষ লেবেলবিহীন বিড়ি ভস্মীভূত হয়। ধুলিয়ান থেকে দমকল এসে আগুন নেভায়। সর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লাগে বলে ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার আমাদের জানান।

নানা অনুষ্ঠানে নেতাজী সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির বালিয়া নেতাজী সংঘের ৩২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গত ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২৩ জানুয়ারী পতাকা উত্তোলন, গ্রাম প্রদক্ষিণ করে মনিগ্রাম গর্গমুণির ঢিপি থেকে ৫ কিমি রোড রেসে বিভিন্ন এলাকার ২২ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। সমাজসেবী কমলারঞ্জন প্রামাণিক প্রতিযোগীদের শুভ যাত্রার শুভেচ্ছা জানান। ক্লাব প্রাঙ্গণে ১ম, ২য় ও ৩য়-কে পুরস্কৃত করা হয়। পরে নেতাজীর জন্মক্ষণ পালনের পর বসে আঁকো, আলপনা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়। ২০০২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। শেষে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ২৪ জানুয়ারী স্যানিটেশন দিবস উপলক্ষে বিধিসম্মত স্বাস্থ্য বিধান প্রকল্প নিয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উদ্বোধক সভাপতি ছিলেন সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথি ছিলেন সাগরদীঘির বিডিও স্বরূপ সিকদার। সভায় ভারত সরকারের 'কেয়ার'-এর উদ্যোগে পলশা পল্লী উন্নয়ন সমিতির পক্ষে যক্ষা রোগীদের চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করেন তপন মন্ডল। বিডিও ২৮ জানুয়ারীর মধ্যে পাইখানাহীন গ্রামের বাড়ী গুলোর একটা তালিকা প্রস্তুতের কথা জানান। ২৫ জানুয়ারী ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে সারাদিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। ২৬ জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, প্রভাতফেরী ও বিকেলে এক আলোচনা সভা হয়।

লরি দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১ ফেব্রুয়ারী দুপুরে সামসেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান ডাক বাংলোর কাছে পাকুড় রোডে এক লরি দুর্ঘটনায় তিনজন মারা যান। এদের মধ্যে দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলা।

আটজন সুইপারকে বাদ দেয়া হলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রীর যুক্তি—জঙ্গিপুর হাসপাতালে ২৫০ বেডের স্টাফ পরিকাঠামোয় গড়ে ১৫০-এর বেশী রোগী ভর্তি থাকেন না। সেখানে সব বিভাগে স্টাফ থাকা সত্বেও কেন প্রোজেক্ট থেকে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করা হবে। তাহলে কি নিযুক্ত কর্মীরা কাজ করেন না। এই প্রসঙ্গে হাসপাতাল কর্মীদের বক্তব্য, ৭/৮ জন সুইপার কয়েক বছর আগে অবসর নিলেও ঐ ফাঁকা পদে নতুন সুইপার নিয়োগ করা হয়নি। বর্তমানে ১৫/১৬ জন সুইপার দিয়ে হাসপাতালে তিনটি সিফ্‌ট চালানো কোন মতেই সম্ভব না। এর উপর তাদের ছুটি ছাটাও আছে। প্রোজেক্টের সুইপার সরিয়ে দিয়ে হাসপাতালের কি অবস্থা হবে এটা নিয়ে অনেকেই চিন্তিত।

স্বেচ্ছাবসর নেয়ায় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর ক্ষোভ (১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্দেশ দেব।' অনেক প্রয়োজনীয় ওষুধ হাসপাতালের ষ্টোরে মজুত থাকা সত্বেও ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন না করার জন্য ডাঃ ডি, এন, হালদার, ডাঃ মাধব সরকারসহ কয়েকজনকে শোকজ করেন মন্ত্রী বলে খবর। এক্সরে দপ্তরে ৬টি মেসিনের মধ্যে গত বন্যার পর থেকে ৩টি মেশিন অকেজো হয়ে পড়ে থাকা ও ত্রুটিপূর্ণ ডার্করুমের কথা মন্ত্রীকে জানানো হয়। ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে স্টকে কোন রক্ত না দেখতে পেয়ে ঐ দপ্তরের ইন্‌চার্জকে মন্ত্রী ভর্ৎসনা করেন। প্রাদেশিক কৃষক সভার রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে এখানে অনেক ভি আই পি আসার জন্য প্রত্যেক গ্রুপের অন্তত ২ বোতল করে রক্ত মজুত রাখা একান্ত প্রয়োজন ছিল বলে তিনি জানান। ফিমেল ওয়ার্ডে ৭৫টি বেডের ক্ষেত্রে জল ছাড়া মাত্র ১টি ল্যাট্রিন ও ১টি ল্যাট্রিনসহ বাথরুম থাকায় মন্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে পি ডবলিউ ডি-র ইঞ্জিনীয়ারকে শোকজও করেন বলে খবর। স্বেচ্ছাবসর নেয়া প্রসঙ্গে ডাঃ সোমেশ ব্যানার্জী জানান, 'সরকারী নিয়মে (75 People's Act) পঞ্চাশের বেশী বয়স ও কুড়ি বছর চাকরী হয়ে গেলে স্বেচ্ছাবসর নেয়া যায়। তবে চাকরী ছাড়ার তিন মাস আগে এ, জি দপ্তরে আবেদন জমা দিতে হবে। আমি সে সব নিয়মবিধি পালন করেই ভি, আর, এস নিয়েছি।' এ প্রসঙ্গে সোমেশবাবু আরো জানান—'বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসার কোন পরিবেশ নেই। আত্মসম্মান নিয়ে কাজ করাই মুস্কিল হচ্ছিল।'

সহজপাঠ নিতেই ব্যস্ত সহায়িকারা (১ম পৃষ্ঠার পর)

সহায়িকাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে মাত্র এক হাজার টাকা। অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ৬ থেকে ৭ হাজার। অনেক ক্ষেত্রে এই টাকার ঊর্দ্ধেও সরকারকে টাকা গুণতে হয়। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর পঠন-পাঠনের মানও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমান করে দেওয়া হয়েছে। একজন শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পাশ করে যে মান পাবে, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র থেকে পাশ করেও একই গুরুত্ব পাবে। কিন্তু শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা হলেও কেমন চলছে ঐ সব কেন্দ্র। অনুসন্ধানে দেখা গেছে কেন্দ্রগুলোর সহায়িকা যেহেতু পঞ্চায়েত থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত হচ্ছেন তাই বেশীর ভাগ সহায়িকাই রাজনীতি মদতপুষ্ট, কেউ বা সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত। এর ফলে শিক্ষা কেন্দ্রে রাজনীতি নিয়েই বেশী মাতামাতি করেন কেন্দ্র সহায়িকারা। অথচ এই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে পড়ুয়ার সংখ্যা জেলায় ৬০,৫৮৭ জন। তাই এই বিশাল অঙ্কের ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার আলোয় না অশিক্ষার অন্ধকারে ঢাকা সেটা আগামীতে প্রমাণ পাওয়া যাবে। তবে গ্রামের অভিভাবকদের কারো কারো মন্তব্য—শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর সহায়িকারা নিজেরাই রাজনীতির সহজপাঠ নিতে ব্যস্ত—পড়ুয়াদের পাঠদান কখন করবেন।

জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্প মার খাচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রকল্পে টাকা রাখার জন্য সরকার থেকে মানুষকে প্রভাবিত করা হচ্ছে, অন্যদিকে এক শ্রেণীর আমলার অবহেলায় সরকারী উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ বানচাল করে সরকারের আর্থিক সংকটকে জোরদার করা হচ্ছে।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।